11497 - ওজু করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, একজন নারী কিভাবে ওজু করবে সে ব্যাপারে আমাকে অবহিত করবেন। আমি আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রশ্নটি পেশ করছি। আমি আরও আশা করছি- ইংরেজী বর্ণে আয়াতুল কুরসীর আরবী শব্দগুলো কিভাবে পড়তে পারি সে ব্যাপারে আমাকে জানাবেন। আমি সুন্দর সুন্দর আয়াতগুলো শিখতে চাই যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমি একান্তভাবে আশা করছি, আপনারা আমার এ প্রশ্নের জবাব দিবেন। কারণ উত্তরটি জানার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের প্রিয় নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর দয়া করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি; যিনি আপনার জন্য হেদায়তের পথকে সহজ করে দিয়েছেন, আপনার অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর আনুগত্যের ওপর অবিচল রাখেন। আপন ধর্মীয় বিষয়গুলো শেখার জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আপনাকে অব্যাহতভাবে ইলম অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি; যে ইলমের মাধ্যমে আপনি আপনার ইবাদতকে নির্ভুল করতে পারবেন। আরবী ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করি; যাতে করে আপনি কুরআন শরীফ পড়তে পারেন ও যথাযথভাবে কুরআন বুঝতে পারেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে কল্যাণকর ইলম দান করেন।

ওজুর পদ্ধতি:

ওজু করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে-

ক. ফরয পদ্ধতি। সেটা হচ্ছে-

১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। এর মধ্যে- গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেয়াও অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। কনুই পর্যন্ত হাত একবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত মাথা একবার মাসহে করা। এর মধ্যে কানদ্বয় মাসহে করাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪। দুই পায়রে টাকনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

পূর্বোক্ত প্রতিটি ক্ষত্রেে 'একবার' দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে- সংশ্লষ্টি অঙ্গরে কোন অংশ যনে ধোয়া থকেে বাদ না পড়ে।

৫। এই ক্রমধারা বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল ধৌত করবে, এরপর হাতদ্বয় ধৌত করবে, এরপর মাথা মাসহে করবে, এরপর পা দুইটি ধৌত করবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ক্রমধারা বজায় রখেে ওযু করছেনে।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা। অর্থাৎ উল্লখেতি অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষত্রেে পরম্পরা রক্ষা করা; যাতে করে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অপরটি ধোয়ার মাঝখানে স্বাভাবকিরে চয়েে দীর্ঘ সময়রে বরিতি না পড়ে। বরং এক অঙ্গরে পরপর অপর অঙ্গ ধারাবাহকিভাবে ধৌত করা।

এগুলো হচ্ছে- ওজুর ফরয কাজ; ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

এ কাজগুলো ওজুর ফরয হওয়ার পক্ষে দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

"হে মুমনিগণ! যখন তোমেরা সালাতরে জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমেরা তোমোদরে মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমোদরে মাথায় মাসহে কর এবং পায়রে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও; এবং যদি তোমেরা জুনুবী অবস্থায় থাক, তবে বশিষেভাবে পবত্রি হবে। আর যদি তোমেরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমোদরে কউে পায়খানা থকেে আসে, বা তোমেরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি না পাও তবে পবত্রি মাটি দয়িে তায়াম্মুম করবে: তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে। আল্লাহ্ তোমোদরে উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তনিি তোমোদরেকে পবত্রি করতে চান এবং তোমোদরে প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমেরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

খ. মুস্তাহাব পদ্ধতি: যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুন্নাহতে বর্ণতি হয়ছে; ওযুর বস্তিারতি পদ্ধতি নম্নিরূপ:

১। ব্যক্তি নজিে পবত্রিতা অর্জন ও হাদাস (ওজু না থাকার অবস্থা) দূর করার নয়িত করবে। তবে নয়িত উচ্চারণ করবে না। কনেনা নয়িতরে স্থান হচ্ছে- অন্তর। সকল ইবাদতরে ক্ষত্রেইে নয়িতরে স্থান অন্তর।

২। বসিমল্লিাহ বলবে।

৩। হাতরে কব্জদ্বিয় তনিবার ধৌত করবে।

৪। এরপর তনিবার গড়গড়া কুলি করবে (গড়গড়া কুলি: মুখরে ভতেরে পানি ঘুরানো)। বাম হাত দয়িে তনিবার নাকে পানি দবিে ও তনিবার নাক থকেে পানি ঝড়েে ফলেে দবিে। 'ইস্তনিশাক' শব্দরে অর্থ- নাকরে অভ্যন্তরে পানি প্রবশে করানো। আর 'ইস্তনিসার' শব্দরে অর্থ- নাক থকেে পানি বরে করে ফলো।

৫। মুখমণ্ডল তনিবার ধৌত করবে। মুখমণ্ডলরে সীমানা হচ্ছে- দর্রৈঘ্যে মাথার স্বাভাবকি চুল গজাবার স্থান থকেে দুই চোয়ালরে মলিনস্থল ও থুতনি পর্যন্ত। প্রস্থে ডান কান থকেে বাম কান পর্যন্ত। ব্যক্তি তার দাঁড়ি ধৌত করবে। যদি দাঁড়ি পাতলা হয় তাহলে দাঁড়রি ওপর ও অভ্যন্তর উভয়টা ধৌত করবে। আর যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় যে চামড়া দখো যায় না তাহলে দাঁড়রি ওপররে অংশ ধৌত করব, আর দাঁড়ি খলিাল করবে।

৬। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধৌত করবে। হাতরে সীমানা হচ্ছে- হাতরে নখসহ আঙ্গুলরে ডগা থকেে বাহুর প্রথমাংশ পর্যন্ত। ওজু করার আগে হাতরে মধ্যে আঠা, মাটি, রঙ বা এ জাতীয় এমন কছিু লগেে থাকলে যগেুলো চামড়াতে পানি পৌঁছাতে প্রতবিন্ধকতা সৃষ্টি করে সগেুলো দূর করতে হবে।

৭। অতঃপর নতুন পানি দয়িে মাথা ও কানদ্বয় একবার মাসহে করবে; হাত ধোয়ার পর হাতরে তালুতে লগেে থাকা অবশষ্টি পানি দয়িে নয়। মাসহে করার পদ্ধতি হচ্ছে- পানতিে ভজো হাতদ্বয় মাথার সামনে থকেে পছেনরে দকিে নবি; এরপর পুনরায় যখোন থকেে শুরু করছেে সখোনে ফরিয়িে আনব। এরপর দুই হাতরে তর্জনী আঙ্গুল কানরে ছদ্রিতে প্রবশে করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দয়িে কানরে পঠিদ্বয় মাসহে করবে। আর মহলিার মাথার চুল ছড়েে দয়ো থাকুক কংিবা বাঁধা থাকুক; মাথার সামনরে অংশ থকেে ঘাড়রে ওপর যখোনে চুল গজায় সখোন পর্যন্ত মাসহে করবে। মাথার লম্বা চুল যদি পঠিরে ওপর পড়ে থাকে সে চুল মাসহে করতে হবে না।

৮। এরপর দুই পায়রে কা'ব বা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবে। কা'ব বলা হয় পায়রে গোছার নম্নিাংশরে উঁচু হয়ে থাকা হাড্ডদ্বিয়কে। দললি হচ্ছে ইতপিূর্বে উল্লখেতি উসমান (রাঃ) এর ক্রীতদাস হুমরান এর বর্ণনা যে, একবার উসমান বনি আফফান (রাঃ) ওযুর পানি চাইলনে। এরপর তনিি ওযু করতে আরম্ভ করলনে। (বর্ণনাকারী বলনে), উসমান (রাঃ) হাতরে কব্জদ্বিয় তনিবার ধুইলনে, এরপর কুলি করলনে এবং নাক ঝাড়লনে। এরপর তনিবার তার মুখমণ্ডল ধুইলনে এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধুইলনে। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলনে। অতঃপর তনিি মাথা মাসহে করলনে। এরপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত তনিবার ধুইলনে। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পা ধুইলনে। তারপর বললনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এ ওযুর করার ন্যায় ওযু করতে দখেছেি এবং ওযু শষেে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, যে ব্যক্তি আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করবে এবং একান্ত মনোযোগরে সাথে দু' রাকাআত সালাত আদায় করব, সে ব্যক্তরি পছিনরে সকল গুনাহ মাফ করে দয়ো হব।"[সহহি মুসলমি, ত্বহারাত ৩৩১]

ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- ইসলাম গ্রহণ করা, আকলবান হওয়া, বুঝদার হওয়া ও নয়িত করা। এসব শর্তরে কারণে কোন কাফরে ওযু করলে ওযু হবে না। পাগলরে ওযু হবে না। বুঝদার হয়নি এমন শশিুর ওযু হবে না। নয়িত করনেি এমন ব্যক্তরি ওযু হবে না; উদাহরণতঃ কউে যদি ঠাণ্ডা উপভোগ করার নয়িতে এ অঙ্গগুলো ধৌত করে। ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য পানি পবত্রিকারী হতে হবে। নাপাক পানি দয়িে ওযু শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যসেব বস্তু চামড়াতে ও নখে পানি পৌঁছতে বাধা দয়ে সসেব জনিসি দূর করতে হবে; যমেন- মহলিাদরে নখরে মধ্যে ব্যবহৃত নইেল পলশি।

জমহুর আলমেরে মত, ওযুতে বসিমল্লিাহ পড়ার বধিান রয়ছে। তবে আলমেরো মতানক্যে করছেনে— বসিমল্লিাহ পড়া ওয়াজবি নাকি মুস্তাহাব? ওযুর শুরুতে কংিবা মাঝখানে যে ব্যক্তরি স্মরণে থাকে তার উচতি বসিমল্লিাহ পড়া।

পুরুষ ও মহলিার ওযু করার পদ্ধততিে কোন পার্থক্য নইে।

ওযু সমাপ্ত করার পর এই দোয়া বলা মুস্তাহাব: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকিা লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “তোমাদরে কউে যখন ওযু করে এবং পরপিূর্ণভাবে পানি পৌঁছায় কংিবা (বলছেনে) পরপিূর্ণভাবে ওযু করে এরপর বলে: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকিা লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (অর্থ- আমি সাক্ষ্য দচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে। তনিি এক। তাঁর কোন শরকি নইে। আমি আরও সাক্ষ্য দচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল) তার জন্য জান্নাতরে আটটি দরজায় খুলে দয়ো হয়। সে দরজা দয়িে ইচ্ছা সে দরজা দয়িে প্রবশে করবে”[সহহি মুসলমি, ত্বহারাত ৩৪৫; সুনানে তরিমযিতিে আরকেটু অতরিক্তি এসছে যে, ‘আল্লাহুম্মাজ আলনি মনিাত্তাওয়্যাবীন ওয়াজ আলনি মনিাল মুত্বাতাহ্হরিীন’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে আপনি তওবাকারীদরে অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে পবত্রিতা অর্জনকারীদরে অন্তর্ভুক্ত করুন)[সহহিুত তরিমযিি গ্রন্থে (৪৮) আলবানী হাদসিটকিে ‘সহহি’ আখ্যায়তি করছেনে]

[দখেুন শাইখ আল-ফাওযান লখিতি ‘আল-মুলাখ্খাস আল-ফকিহী’ ১/৩৬]

আপনি লখিছেনে “আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তনিি যনে, আমাদরে নবীর প্রতি দয়া করনে”: শরয়ি বধিান হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে ওপর দরুদ পড়া; ঠকি যভোবে আমাদরে রব্ব আমাদরেকে নর্দিশে দয়িছেনে। তনিি বলনে: “নশ্চিয় আল্লাহ্ নবীর প্রশংসা করনে এবং তাঁর ফরেশ্তোগণ নবীর জন্য দো’আ-ইসতগেফার করনে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।”[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]